কালের কণ্ঠ

তারিখ 14 FEB 2015
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

পাঠ্য বই দাঁড়িপাল্লায় তুললেন প্রধান শিক্ষক

রৌমারী (কুড়িগ্রাম) প্রতিনিধি ▷

এক প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিনা মূল্যের ২০ কেজি পাঠ্য বই ২০০ টাকায় বিক্রি করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল শুক্রবার দুপুরে কুড়িগ্রামের রাজীবপুর উপজেলার সদর ইউনিয়নের টাঙ্গালিয়াপাড়ায়।

ঘটনার ব্যাপারে গোলাম মোস্তফা নামের এক ইউপি সদস্য বলেন, 'আমরা তিনমাথা মোড়ে একটি দোকানে বসে গল্প করছিলাম। এ সময় এক ভাঙারি ক্রেতার ঝুড়িতে নতুন চকচকে পাঠ্য বই দেখতে পাই। তখন তাঁকে ডেকে নিয়ে দেখি সেগুলো চলতি বছরের বিনা মূল্যের পাঠ্য বই। তাঁর কাছ থেকে জানতে পারি, এতিমখানা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বাড়ি থেকে ২০ কেজি নতুন বই কিনেছেন তিনি। আমরা ওই প্রধান শিক্ষকের মোবাইল ফোনে কল করলে তিনি দ্রুত চলে আসেন এবং উপস্থিত সবার কাছে দুই হাত তুলে ক্ষমা প্রার্থনা করে বিক্রি করা বইগুলো ফেরত নিয়ে ভাঙারি ক্রেতার ২০০ টাকা ফেরত দেন।'

ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন গোলজার হোসেন নামের এক ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ নেতা। তিনি বলেন, 'সরকার শিক্ষার্থীদের বিনা মূল্যে পাঠ্য বই দেয়, আর শিক্ষকরা তা কেজি দরে বিক্রি করেন। এ কেমন শিক্ষক! মাত্র ২০০ টাকার জন্য শিশুদের বই বিক্রি করেন। আমার মনে হয়, ওই শিক্ষক ভুয়া শিক্ষার্থী দেখিয়ে সরকারি পাঠ্য বই উত্তোলন করেছেন। বইগুলোর বেশির ভাগ ছিল দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির।'

ভাঙারি ক্রেতা সোনা মিয়া বলেন, 'আমি গেরামে গেরামে ঘুরে ভাঙারি জিনিসপত্র আর পুরাতন বই-খাতা কিনে তা মহাজনের কাছে বেচি। ওই শিক্ষক পুরাতন বইয়ের সঙ্গে নতুন বইও দিছে। তার বাড়ি থেকে ৩০ কেজির মতো বই কিনি, তার মধ্যে ২০ কেজি নতুন বই।' অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষক শহীদুর রহমান বলেন, 'আমি বাড়ি ছিলাম না, আমার বউ নতুন পাঠ্য বই বিক্রি করেছিল। আমি জানতে পেরে তা ফেরত নিয়েছি।' শিক্ষার্থীদের পাঠ্য বই স্কুলে না রেখে বাড়িতে রাখা হয়েছে কেন—এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'অল্প কিছু বই বেশি হয়েছে, তাই ওগুলো বাড়িতে রাখা হয়েছিল।'

এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা রফিকুল ইসলাম বলেন, 'আমি তো ছুটিতে আছি। এ ধরনের কোনো অভিযোগ আমার কাছে কেউ করেনি। তবে আমি খোঁজ নিব।'